প্রথম আলো

তারিখ 26 JUL 2012
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

বাড়ছে সেশনজট, অনিশ্চিত ভর্তি পরীক্ষা

আহমেদ জায়িফ ●

সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। কিন্তু ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলেও বুয়েটের ব্যাপারটি সেখানে চলমান পরিস্থিতির কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই সৃষ্ট সেশনজট পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বুয়েটে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে ৭ মে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তাদের প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উপাচার্য নজরুল ইসলাম ও সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানকে অপসারণের দাবিতে চলমান আন্দোলনের কারণে ক্যাম্পাস আগাম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি চলমান গতিতে এগোলে প্রথম সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষা শেষ হতে পারে ডিসেম্বর মাসে।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলছেন, উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে অপসারণের আগ পর্যন্ত তাঁরা শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করবেন না। সব মিলিয়ে দেশের অন্যতম প্রধান উচ্চ শিক্ষায়তনের শিক্ষা কার্যক্রম এখন সংকটে।

চার বছরের অনার্সে চারটি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী থাকার কথা থাকলেও বুয়েটে সেশনজটের কারণে এখন রয়েছে পাঁচটি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। এই প্রেক্ষাপটে ১৮ জুলাই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ নেই।

বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই আন্দোলনের কারণে শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে তিন মাস পিছিয়ে পড়বে। অচলাবস্থা কাটার পর নতুন করে শিক্ষা কার্যক্রমের ছক কষতে হবে।'

ভর্তি কার্যক্রমের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, অন্যান্য সময়ে ঢাকা

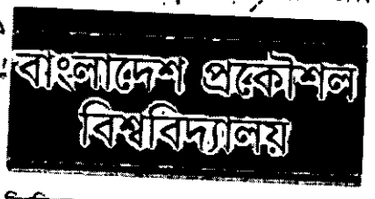

বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই বুয়েটের ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়। কিন্তু বুয়েটের সবকিছুই এখন অনিশ্চিত।

২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য আন্দোলন, ২০১১ সালে ছাত্রলীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে ইতিমধ্যেই ছয় মাসের সেশনজট চলছে বুয়েটে। আন্দোলনের কারণে এই জট এক বছরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান ও ঈদের ছুটি ছিল ১১ থেকে ২৪ আগস্ট। ২৫ আগস্ট থেকে দুই সপ্তাহ প্রস্তুতিমূলক ছুটির পর সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের কারণে ছুটি এক মাস এগিয়ে আনায় ক্যাম্পাস খোলার পর আবার চার সপ্তাহ ক্লাস করতে হবে। এরপর দুই সপ্তাহ প্রস্তুতিমূলক ছুটির পর শেষে পরীক্ষা শুরু হবে। সব মিলিয়ে শুধু চলমান আন্দোলনের কারণেই অন্তত প্রায় ১০ সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে শিক্ষা কার্যক্রম।

বুয়েটের চলমান জ্যেষ্ঠ (২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ) ব্যাচটি সবচেয়ে পিছিয়ে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্নাতক পর্ব শেষ হওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা শেষ হতে ডিসেম্বরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ প্রায় এক বছর পিছিয়ে পড়বেন ওই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে থাকার কথা থাকলেও তাঁরা রয়েছেন তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বুয়েটের শিক্ষার্থীদের চেয়ে এক থেকে ছয় মাস এগিয়ে রয়েছেন।

তড়িৎ কৌশল বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'প্রকৌশলী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বুয়েটে ভর্তি হয়েছিলাম। একদিন হয়তো প্রকৌশলী হবও। কিন্তু জীবন থেকে অহেতুক কিছু সময় চলে যাবে।'

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের দাবি, শিক্ষার্থীরা এখন সেশনজট নিয়ে ভাবছে না। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'সেশনজট কিছুটা বাড়বে এটা সত্য। কিন্তু উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের ওপর শিক্ষার্থীরাসহ পুরো বুয়েট পরিবারই ক্ষুব্ধ। তাই সবাই এখন বুয়েটকে রক্ষা করতে চায়। আন্দোলন শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় জট কমিয়ে আনা হবে।'